আলমডাঙ্গায় মুজিববর্ষে ৫০ ভূমিহীন পরিবারকে জমির দলিল ও ঘর হস্তান্তর

‘কখনও ভাবিনি নিজের নামে এক টুকরো জমি হবে। ভেবেছিলাম স্বামী- সন্তানের সংসার নিয়ে এভাবেই একদিন চলে যাব।

কিন্তু জীবনের শেষ সময়ে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া জায়গা ও ঘরের মালিক হবো এটা ভাবতেই খুশি লাগে। এমনটাই জানান ভূমিহীন ব্যক্তিরা।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মাধ্যমে সারাদেশে ভূমিহীন ব্যক্তিদের নিকট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় জমি ও ঘর হস্তান্তরের।
এরপরই আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৫০ টি ভূমিহীন ব্যক্তিদের নিকট জমির দলিল ও ঘর হস্তান্তর কার্যক্রম চলে।

অনুষ্টানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়নকবির, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী, সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হরকের উপস্থাপনায়, অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকছুরা জান্নাত, বিআরডিবি কর্মকর্তা সায়লা শারমীন, সমবায় কর্মকর্তা মজিবর রহমান, মৎস সম্প্রসারণ করামকর্তা আব্দুল মালেক, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, প্রেস ক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, কাউছার আহম্মদ বাবলু, নুরুল ইসলাম নুরু, নজরুল ইসলাম, মাসুদ পারভেজ, মোস্তাফিজুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, আবু সাইদ

পিন্টু, তরিকুল ইসলামসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় জমে উঠেছে ফুটপাতের গরম কাপড়ের দোকান

গত ৪ দিনে কুষ্টিয়ায় শীতের তীব্রতা বেড়েছে। এতে নিম্ন আয়ের মানুষসহ সব ধরনের ক্রেতাদের গরম কাপড়ের চাহিদা বেড়েছে। ক্রেতারা গরম কাপড় সংগ্রহে ভীড় করছে ফুটপাতসহ শপিংমলে। বেচাকেনা জমে উঠেছে। বিশেষ করে ভীড় বাড়ছে ফুটপাতের দোকানগুলোতে। নতুন কাপড়ের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরনো কাপড়ের দোকানের দিকে ক্রেতারা ঝুঁকে পড়ছে। শীত নিবারণের প্রয়োজন গরম কাপড়। কুষ্টিয়া জেলায় শীতের আমেজ বাড়ার সাথে সাথে গরম পোষাক কেনার দিকে মানুষ ঝুঁকছে।

জেলার ৬টি উপজেলার হাট-বাজারগুলোতে শীতের পোষাক আমদানী ও বেচাকেনা শুরু হয়েছে। সবকিছুর দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে পোষাক আশাকের দাম। যে মানুষ পেট পুরে দু’মুঠো ভাত পায়না খেতে এ শীতে তাদের বাঁচা-দায় হয়ে পড়েছে। তারপরও কাপড়-চোপড়ের অত্যধিক দাম। ফলে কোন রকমে শীত নিবারণের জন্য তারা কম মূলের কাপড় কেনার জন্য বাজারে ছুটছে। আগাম শীতের ভাব দেখেই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাপড় হাট পোড়াদহের ব্যবসায়ীরা শীতের কাপড় উঠাতে শুরু করেছে। বিক্রিও হচ্ছে ভালো। বেচাকেনায় জমে উঠেছে কাপড় হাট।

জেলার হাট-বাজারের গার্মেন্টস দোকানগুলোতে কাপড়ের দাম বেশি। তাই নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা কম মূল্যের কাপড় কিনতে ভীড় জমাচ্ছে ফুটপাতের দোকানগুলোতে। দিন যতই যাচ্ছে ততই শীতের তীব্রতা বাড়ছে। শীত থেকে রেহাই পেতে বয়োবৃদ্ধ সকলেই কাপড় কিনছে। শীতের কারণে ব্যাপক চাহিদা বেড়েছে গরম কাপড়ের। এ জন্য দোকানীরা কম মূল্যের কাপড়ের পসরা বসিয়েছে ফুটপাতে।

কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডের পাবলিক লাইব্রেরী মাঠ এলাকায়, বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটের সামনেসহ বিভিন্ন স্থানে পুরনো কাপড়ের পসরা বসেছে। এসব কাপড় ব্যবসায়ীরা ঢাকা, চট্টগ্রাম থেকে আমদানী করে বিক্রি করছে। ফুটপাতের দোকানগুলোতে কম মূল্যে কাপড় পাওয়ায়

বেচাকেনা বেশি হচ্ছে। এসব দোকানে ব্যবসা জমে উঠায় এ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীরা একদিকে ক্রেতারা যেমন লাভবান হচ্ছে অন্যদিকে তারা সংসারেও সচ্ছলতা আনছে।

কুষ্টিয়ায় শীতের তীব্রতায় বেড়েছে গরম কাপড়ের চাহিদা। ফুটপাতের দোকানগুলোতে একটু দাম কম হওয়ায় বেচাকেনা জমে উঠেছে। এ চাহিদা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছে।

স্বপ্ন পূরণ হলো আশ্রয়হীনের

বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই যুগান্তকারী ইচ্ছার প্রতিফলন দেখছে সারা দেশের মানুষ। ‘আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার’ এই শ্লোগানে সারা দেশে এক যোগে ৬৬ হাজার ১৮৯ টি পরিবারকে এক খণ্ড জমিগৃহ প্রদান কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এ উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা অডিটোরিয়ামে গৃহহীনদের মাঝে ঘরের চাবি, দলিলসহ ঘরটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সুবিধা ভোগিদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব নতুন ঘরের চাবি তুলে দেন জেলা প্রশাসক মো.আসলাম হোসেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এজন্য আমরা গর্বিত। তার মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলো বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী দেশের গৃহহীন-ভূমিহীনদেরকে বিনামূল্যে বসতঘর নির্মাণ করে দিচ্ছেন। এটি সত্যি অসহায়দের জন্য বড় পাওয়া।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিংকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিনসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের গৃহদান প্রকল্পে কুষ্টিয়ায় সর্বমোট ৩৩৮ ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।
ইতোমধ্যে ১৫৭ টি ঘর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। ১৮১ টি ঘর নির্মাণের কাজ চলমান এবং পর্যায়ক্রমে বাকি গুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হবে । এ জেলায় সর্বমোট ৩৩৮ ঘর নির্মাণ হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন কোটচাঁদপুর পৌর শহরের সবুজ

নিজের বাড়িতে ফিরতে সড়কে বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন কোটচাঁদপুর পৌর শহরের সবুজ ইসলাম (৩২) নামের এক যুবক। গতকাল শনিবার রাত ৯ টার দিকে যশোরের খয়ের তলায় এ দুর্ঘটানা ঘটে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বলুহর বাসস্ট্যান্ডের শহিদুল ইসলামের ছেলে সবুজ। পেশায় একজন ইলেট্রনিক্স সামগ্রী নির্মাতা। সে বেশ কিছুদিন ইলেট্রনিক্স সামগ্রী নিজের কারখানায় তৈরী করত এবং ওই সামগ্রী নিজেই বাজারজাত করত।

গতকাল শনিবার নিজের তৈরী সামগ্রী যশোরে ডেলিভারী দিয়ে মটর সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিল। পথমধ্যে খয়ের তলা এসে পৌঁছালে পিছন দিক থেকে একটি বাস এসে সবুজকে সজোরে ধাক্কা দেয়।

এতে গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে যশোর সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সবুজ পারিবারিক জীবনে এক কন্যা সন্তানের জনক।

ঘন কুয়াশা: আলমডাঙ্গার গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন

মাঘের শুরু থেকে বেড়েছে শীতের তীব্রতা। শীত বাড়ার সাথে সাথে বেড়েছে ঘন কুয়াশা। সন্ধ্যার পর থেকে কুয়াশা যেন চারিদিক ঘিরে ফেলছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় মাঠ-ঘাট, সড়ক-মহাসড়কসহ গোটা এলাকা।

আর এমন তীব্র ঘন কুয়াশায় চুয়াডাঙ্গা -কুষ্টিয়া এবং আলমডাঙ্গা- চুয়াডাঙ্গা সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন।

গত দুই দিন ধরে ঘন কুয়াশার কারণে ব্যস্ততম সড়কগুলো স্থবির হয়ে পড়েছে যান চলাচল।

গত শুক্রবার রাত ১১টার পর থেকে হঠাৎ করে বেড়েছে কুয়াশার তীব্রতা। ঘন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গেছে মহাসড়কের চারপাশ।

ফলে সড়ককে সব ধরনের যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। সেই সঙ্গে দেখা গিয়েছে দুর্ঘটনার শঙ্কা।

গতকাল শনিবার সকাল ১১টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা অংশে সূর্যের দেখা মেলেনি। রাত গড়িয়ে সকাল হলেও ঘন কুয়াশায় বুঝার উপায় ছিল না, দিন আর রাতের পার্থক্য।

বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের যেসব এলাকায় গাছপালা নেই বা আশপাশে বাড়ি-ঘর নেই সেসব নির্জন জায়গাগুলোতে কুয়াশার তীব্রতা বেশি দেখা যায়।

এ ছাড়াও আলমডাঙ্গা শহরের সড়কের পাশে বড় জলাশয়গুলোতে ঘন কুয়াশায় মহাসড়ক অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। সেসব এলাকাগুলোতে ফগ লাইটও কাজে আসছে না।

এদিকে ঘন কুয়াশার কারণে হাইওয়ে পুলিশ কঠোর ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। ফাঁকা জায়গাগুলোতে কুয়াশার তীব্রতা বেশি দেখা যাচ্ছে। চালকরা তখন সড়কের আঁকা বাকা বুঝে উঠতে পারে না। অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কখনো রোড ডিভাইডারের সাথে ধাক্কা লাগছে আবার

তবে এখন পর্যন্ত এ এলাকায় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

সভাপতি পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক বকুল

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে হারদী কৃষি ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শরীফ আশরাফ আলী। প্রধান অতিথির বত্তব্যে তিনি বলেন, কৃষকলীগ কখনো ঘরে বসে থাকেনি।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা করোনাকে উপেক্ষা করে কাজ করেছি। এখন কাজ করে যাচ্ছি। আমরা কৃষকের ধান কাটা কর্মসুচী পালন করেছি। দুর্যোগের সময় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি । আজকে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে, তখন বিএনপি-জামায়াত দেশে নানা ষড়যন্ত্র করছে।

আপনারা দেখেন দেশে করোনা মহামারির সময় আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিক লীগ কাজ করেছে বলে, আজকে আমাদের লোকজন কম করোনা আক্রান্ত হয়েছে, অনেকেই মারাও গেছে, অথচ বিএনপিরা কেই ঘর থেকে বের হয়নি, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াইনি। তারা কখনোই মানুষের জন্য কাজ করেনি। ক্ষমতায় যখন ছিল শুধু লুটপাট করেছে। আমরা দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি ।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম।

এর পূর্বে নেতৃবৃন্দ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু। সম্মেলনে হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি

আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সদসৌ গোপালগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ওহিদুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির,

মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি তৌহিদুর রহমান চন্দন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার বজলুল করিম। উপজেলা কৃষকলীগের দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল ইসলামের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষকলীগ নেতা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা। বক্তব্য রাখেন পলাশ বিশ্বাস প্রমুখ।

সম্মেলনে তারিক হাসান পলাশকে সভাপতি ও আসাদুজ্জামান বকুলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক বকুল

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে হারদী কৃষি ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শরীফ আশরাফ আলী।

প্রধান অতিথির বত্তব্যে তিনি বলেন, কৃষকলীগ কখনো ঘরে বসে থাকেনি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা করোনাকে উপেক্ষা করে কাজ করেছি। এখন কাজ করে যাচ্ছি। আমরা কৃষকের ধান কাটা কর্মসুচী পালন করেছি। দুর্যোগের সময় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি ।

আজকে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা

উচু করে দাঁড়িয়েছে, তখন বিএনপি-জামায়াত দেশে নানা ষড়যন্ত্র করছে। আপনারা দেখেন দেশে করোনা মহামারির সময় আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিক লীগ কাজ করেছে বলে, আজকে আমাদের লোকজন কম করোনা আক্রান্ত হয়েছে, অনেকেই মারাও গেছে, অথচ বিএনপিরা কেই ঘর থেকে বের হয়নি, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াইনি। তারা কখনোই মানুষের জন্য কাজ করেনি। ক্ষমতায় যখন ছিল শুধু লুটপাট করেছে। আমরা দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি ।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম।

এর পূর্বে নেতৃবৃন্দ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু। সম্মেলনে হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সদসৌ গোপালগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ওহিদুজ্জামান,

বিশেষ অতিথি ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির, মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি তৌহিদুর রহমান চন্দন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার বজলুল করিম। উপজেলা কৃষকলীগের দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল ইসলামের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষকলীগ নেতা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা। বক্তব্য রাখেন পলাশ বিশ্বাস প্রমুখ।

সম্মেলনে তারিক হাসান পলাশকে সভাপতি ও আসাদুজ্জামান বকুলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে চাই

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা যেমন নিষ্পেষিত তেমনি রাষ্ট্র কর্তৃকও অবহেলিত দলিত সম্প্রদায়। বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করলেও দলিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে অনেক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। জন্মগত ও পেশাগত কারণেই তাদের মূল জনস্রোত থেকে আলাদা করে রেখেছে। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলিত যুব সমাজের অংশগ্রহণ নাই বললেই চলে।

অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দলিত যুবসমাজ মূল ধারার সাথে তাদের সম্পৃক্ত করতে পারেনা বা সম্পৃক্ত হতে দেওয়া হয় না। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর পরিষদের মত তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটি গুলোতেও দলিত যুব সমাজের কোন প্রতিনিধি থাকে না।

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, শিক্ষা গ্রহণ, চাকরি বা ব্যবসাসহ স্থায়ী ভাবে বসবাসের অধিকার থাকলেও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী হয়ে বেঁচে থাকতে হয় দলিতদের। এই বৈষম্যের শিকার হয়ে দলিত যুব সমাজের মধ্যে এক ধরণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কেউ বিপথে পা বাড়াই আবার কেউ উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখে। কেউ কেউ একত্র হয়ে নিজেদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে।

গাংনী উপজেলায় আছে একটি উন্নয়ন সংস্থা যার নাম ‘দলিত হরিজন উন্নয়ন সংস্থা’। সেখানে সভাপতি হিসেবে অশোক চন্দ্র বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাধন কুমার দাস নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস জানান, হরিজনদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে-দলিত হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা, অল্প শিক্ষিতদের কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়া, নিরক্ষরদের বিভিন্ন হাতের কাজ সেখানো ও তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা, মহিলাদের বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষা লভের সুযোগ করে দেওয়া, বাল্য বিবাহের সকল কুফল বর্ণনা ও রোধের

করতে হবে।

স্থানীয় উন্নয়ন ভাবনায় দলিত যুব সমাজের অংশ গ্রহণ প্রশ্নে মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন (ধুমকেতু) বলেন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের মূল ধারার সাথে সংযুক্ত করা। একই সাথে সিভিল সোসাইটির ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। উৎপাদনের মূলধারা কৃষি কাজে দলিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে ৪০ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রাম থেকে ১০ বোতল ফেন্সিডিল সহ খুশিলা খাতুন (৩০) নামের এক মহিলা মাদক কারবারিকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

শনিবার সকালে এস আই হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক খুশিলা খাতুন একই গ্রামের সিরাজুল ইসলাম এর স্ত্রী।

অন্য দিকে গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে আরও ৩০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

এ সময় সাইফুল ইসলাম (৩৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী পালিয়ে যায়। পলাতক আসামী সাইফুল ইসলাম একই গ্রামের এনামুল হক এর ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, এস আই হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে পৃথক জায়গায় অভিযান চালিয়ে এক মহিলা মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে।

সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে আরও ৩০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সাইফুল ইসলাম নামের একজন পালিয়ে। উভয়ের বিরুদ্ধে গাংনী ও সদর থানায় একটি করে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

জীবননগরে ১৮জন গৃহহীনদের জমিসহ বাড়ির চাবি হস্তান্তর

মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারাদেশের ন্যায় জীবননগরে ১৮জন গৃহহীনদের জমিসহ বাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার ১৮জন ভুমিহীন ও গৃহহীন ব্যাক্তিদের মাঝে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসাবে জমিসহ বাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে জীবননগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জমিসহ বাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাজি হাফিজুর রহমান, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল,জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম,

জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস আয়েসা সুলতানা লাকী, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।